সমকাল

তারিখ ... 28 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

বইয়ের দোকানে ধর্মঘট যৌক্তিক অবস্থান নিন

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের কয়েকটি উপ-ধারা সংশোধনের দাবি সঙ্গে থাকলেও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির দু'দিনের ধর্মঘটের মূল চাওয়া যে 'সহায়ক গ্রন্থ' নির্বিঘ্নে সচল রাখা, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমরা মনে করি, পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি নোট, গাইড বা সহায়ক গ্রন্থ– সে নামেই চালু থাকুক না কেন, তা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমাদের মনে আছে, গত বছর মার্চে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান বা সুপ্রর প্রকাশিত এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট ও গাইড বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে তা অবাধ। ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৮০ শতাংশ বাজার থেকে কেনা নোট ও গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। আমরা জানি, শিক্ষার্থীদের মূল বইয়ের ভাষ্য ও শিক্ষকের সরাসরি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমুখী করে তোলার জন্য ১৯৮০ সালেই নোটবই নিষিদ্ধ করে এই আইন প্রণীত হয়েছিল। কারণ, নোটবই শিক্ষার্থীদের যেমন ব্যবহারিক জ্ঞানবিমুখ করে তোলে, তেমনই নির্ভরশীল করে তোলে 'মুখস্থবিদ্যায়'। এতে করে পরীক্ষায় পাসে সমস্যা হয় না বটে, সত্যিকারের শিক্ষা প্রায় অধরাই থেকে যায়। নোটবই উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ছাড়াও কিছু শিক্ষকের গাইড বইয়ের পক্ষে উৎসাহের চিত্র বিরল নয়। এর কারণও অবশ্য এ নিয়ে শিক্ষানুরাগী মহল ও সংবাদমাধ্যমে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষে উচ্চ আদালতে রিট করে দাবি করা হয়– তারা 'নোট' নয়, বরং 'গাইড' বই বিক্রি করছেন। উচ্চ আদালত এর ফলে 'গাইড' বইও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এখন সহায়ক গ্রন্থ 'নির্বিঘ্নে' প্রকাশ অব্যাহত রাখার দাবি এলে নতুন পেয়ালায় পুরনো পানীয় কি-না সংশ্লিষ্টদের ভেবে দেখতে বলি আমরা। একই সঙ্গে ধর্মঘট আহ্বানকারীদেরও ভেবে দেখতে বলি, তাদের অবস্থান কতটা যৌক্তিক। কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাময়িক সুবিধার জন্য আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঝুঁকিতে ঠেলে দিতে পারি না।